শ্রেষ্ঠ কবিতা

আসাদ মান্নান

আসাদ মান্নানকে তাঁর প্রাথমিক কাব্যবীক্ষণের আলোকে
সূর্যোদয়ের কবি বলে অভিহিত করা যায়। কেননা তাঁর
কাব্যভূখণ্ডে তিনি একা নন, বাঙালির
ইতিহাস-ঐতিহ্য-সমাজ-রাজনীতি ইত্যাকার বহুবাচনিক
উপাদানে সমৃদ্ধ সে পৃথিবী

978-984-95940-8-6

শ্রেষ্ঠ কবিতা

আসাদ মান্নান

কবি তনুশ্রী চক্রবর্তী-কে
অকৃত্রিম শুভেচ্ছা ।
ও ভালোবাসা ।

12.06.2022

কাগজ প্রকাশন

শ্রেষ্ঠ কবিতা
আসাদ মান্নান

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২২

প্রকাশক
কাজী শাহেদ আহমেদ
কাগজ প্রকাশন
বাড়ি-৮৫, রোড-৭/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯

প্রচ্ছদ
চিত্রশিল্পী মুর্তজা বশীরের স্কেচ অবলম্বনে
মোস্তাফিজ কারিগর

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স
১০/২-এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com/book/publisher/913

ISBN: 978-984-95940-8-6

মূল্য
৬৫০ টাকা
US $ 20

Shrestha Kabita by Asad Mannan, Published by Kagoj Prokashon, House-85, Road-7/A, Dhanmondi, Dhaka-1209, Bangladesh, First published in February 2022, Cover designed by Mostafiz Karigar, Based on the sketch of the painter Murtaja Baseer, Price: Tk. 650, US $ 20

সূ চি প ত্র

সুন্দর দক্ষিণে থাকে

সবুজ রমণী এক দুঃখিনী বাংলা ২১
সুন্দর দক্ষিণে থাকে ২১
আসাদ মান্নান ২২
যিশুর বাগানবাড়ি ২৩
একজন কবি স্টেনগান হাতে বসে আছে ২৪
মৃত্যুর অধিক এক আত্মাহীনা ২৪
আমার মৃত্যুর পর ২৬
ঈশ্বর ২৬
ঈশ্বর প্রেরিত কবি ২৭
বধ্যভূমি ২৭
আমার নিয়তি ২৯
প্রত্যাবর্তন নিজের দিকে ৩০
পা দুখানা দেখতে দেখতে ৩১

সূর্যাস্তের উল্টোদিকে

সমুদ্রগোলাপ ৩৫
কোথাও জীবন মরে ৩৫
মানুষ ছেড়েছে ঘর ৩৬
কবিকে আমলার স্ত্রী ও তার কন্যা ৩৭
সূর্যাস্তের উল্টোদিকে ৩৮

সৈয়দ বংশের ফুল

সৈয়দ বংশের ফুল ৪৩

দ্বিতীয় জন্মের দিকে

তুমি চক্ষু খুলে দেখো ৭১
যদি কোনোদিন নির্বাচন হয় ৭৩
এক যুবকের গান ৭৪
এক বিকেলের গল্প ৭৫

অগ্রন্থিত

যে তুমি হাওর পাখি ২৬৯
আগুনের নদী ২৭০
কে তাকে জাগাবে ২৭২
মায়াভূমি ২৭৩
মানুষ তোমার নামে ২৭৩
চুমুর আগুন ২৭৪
পাখি যদি উড়ে যায় ২৭৪
স্বাধীন কয়েদি ২৭৫
ফুল-পাথরের গোপন খেলা ২৭৬
কবরে মৃতের চোখে পাখি ওড়ে ২৭৭
শব্দটি যখন ভালোবাসা ২৭৭
তিন যুগ পরে ২৭৮
পাখির অদৃশ্য মুখ ২৭৯
একটা মুখের জন্য ২৮০
বৃষ্টির নামের গন্ধে ২৮০
আজ ভোর এলো অন্যরূপে ২৮১
এলিজি নিজের জন্য ২৮২
কবরের উল্টোদিকে জীবনের গলি ২৮৩
তালিকাটি বেহেশতে টাঙাব ২৮৫
কবি ও মানুষ ২৮৬
মহান রবীন্দ্রনাথ ২৮৮
কবি নজরুল ২৮৮
এখন আমি যে কবিতাটি লিখছি ২৮৯
কী নির্ভীক একটি কলম ২৯০
আমি যখন এ কবিতাটি লিখছি ২৯২

পাঠ অভিজ্ঞতা

আসাদ মান্নান : সূর্যোদয়ের কবি—মহীবুল আজিজ ৩১১
প্রেম ও দ্রোহের নির্যাস : আসাদ মান্নানের কবিতা—বনানী চক্রবর্তী ৩২২

প্রেম ও দ্রোহের নির্যাস : আসাদ মান্নানের কবিতা

বনানী চক্রবর্তী

> অজস্র ফুলের গন্ধে ভরে গেছে অগ্নিদগ্ধ কৌমের বাগান;
> ও আমার মাতৃভাষা! তুমিই তো বাঙালির একমাত্র দেবী
> যে কিনা রক্তের স্নানে পুণ্য হয়ে আমাকে জাগিয়ে রাখে
> অহংকারে।[১]

দৃপ্ত অহংকারে মায়ের পায়ে যে কবি ফুলের অর্ঘ্য দিতে চেয়েছে আবার ফুলের মতো অনিত্য, পচনশীল কোনো অর্ঘ্যে সন্তুষ্ট না হয়ে প্রেমে রক্তে রঞ্জিত করতে চেয়েছেন যে কবি, তাঁর উদার প্রেম, দরাজ হৃদয় এবং টলটলে জলের আবেগে বাংলা সাহিত্যকে ভাসিয়ে আবির্ভূত হবেন, সে আর বলতে হয়! হ্যাঁ, আমি কবি আসাদ মান্নানের কথাই বলছি। সত্তরের দশকের এই কবি তাঁর কলমে একাধারে কুঠার ও বাঁশিকে যোগ করে নিয়েছিলেন জলকুমার এই পুরুষ হৃদয়ে টলটলে পদ্মপাতায় জল ভাসমান উন্মত্ততা এবং সর্বগ্রাসী অনুসন্ধিৎসা কলমে ধারণ করেছেন। বঙ্গোপাসাগরের পাড় ছুঁয়ে চট্টগ্রামের সন্দ্বীপে জাত এই কবির দু'চোখে রোমান্টিক স্বপ্নের কাজল। বারবার নানাভাবে পূঙ্খতায় অনুপুঙ্খতায় ভালোমন্দ সুখ-দুঃখ অন্ধকার আলো ছুঁয়ে দেখছেন, ছুঁয়ে থাকছেন।

সত্তরের দশক, এই কবির উত্তাল কৈশোর যৌবনের ডাক দেশমাতার শিকল ভাঙার গানের সাক্ষী করেছে। সাধারণ একান্নবর্তী যত্রতত্র বেড়ে ওঠা কবি গভীর চোখে, অনুভবে পৃথিবীকে যেন ধারণ করেছেন হৃদয়ে, তা কখনো আগুন জ্বালছে, বঞ্চনা, শোষণ লাঞ্ছনা ঘেন্না তৈরি করছে, রাগ সৃষ্টি করছে। নিজের মায়ের লাঞ্ছনার সঙ্গে দেশমাতৃকার লাঞ্ছনা কোথাও মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। হৃদয়ে আগুন 'আমার প্রতিবাদের ভাষা আমার প্রতিরোধের আগুন' হয়ে উঠছে। উত্তাল পারিপার্শ্বিকতা পরাজয়ের গ্লানি, জয়ের আনন্দ নানাভাবে কবিকে দোলায়িত করছে। স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র নাকি সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা 'আমার সোনার বাংলা' উপহার দিচ্ছে, অনুভবি কবি তার কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন না। তবুও কোথাও একান্ত মধুরতম মোহমুগ্ধতায় মাতৃভাষার কথা মাতৃমূর্তির কথা হৃদয়েতে জাগরূক হয়—

> সে এক আশ্চর্য নারী, অপরূপ অঙ্গ জুড়ে তার
> রয়েছে তাঁতের শাড়ি—সবুজের মাঝখানে লালের ছোবল

হাওয়ায় উড়িয়ে দিচ্ছে অহংকারী আঁচলের ঢেউ—
পবিত্র সংসদ আর অই প্রিয় জাতীয় পতাকা[২]

এ নারীর রূপে তিনি আবাল্য মুগ্ধ ক্রীতদাস। দেশসেবক, জন্মদাস কবি তাই প্রকৃতির পরতে পরতে কখনো নারীকে খোঁজেন, নিজ নারী, কখনোবা মা, দেশমাতৃকা হয়ে ওঠেন মাতৃরূপা নারী, আশ্রয়স্থল।

এমন আশ্রয়স্থল কবিদের চিরকালীন আকাঙ্ক্ষাই যেন। সহজ সরল এক সত্যকথন, এক স্বীকারোক্তির আলো মায়ের পায়ের কাছে ঝলসিত হয়—

মাকে বলতে সংকোচ নেই, দিন ফুরোলে আমি
তোমার কাছে গিয়েছিলাম, তোমার পায়ে মুখ
রেখে অগাধ শান্তি পেয়েছিলাম।
ভ্রুকুটিহীন সন্ধ্যাতারা উঠল যখন,
নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে অর্পিত দেহের
দায়িত্ব যে নিয়েছিলাম, সে সব কথা মাকে
বলতে-বলতে পাগল হয়ে যাব।[৩]

এই পৃথিবীর দিকে বিমূঢ় বিস্মিত চোখে যখনই তাকান কবি আসাদ মান্নান মনে হয় সবুজ রমণী, দুখিনী বাংলা তাঁর হৃদয়ে লালন করে কুলপ্লাবী ভালোবাসা যেন। তার বুকে গান গায় অগণিত চাঁদ তারা পাখি। সেই মাঝখানে মমতাময়ী তাঁর মা দুখিনী বাংলা মা করুণ হাসিতে, সন্তানের যন্ত্রণার ভাগীদার হন। সে যেন চিরকালীন এক ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাওয়া কোনো সুরভিত ম্লান মুখ। অন্ধকার গুহাহিত হিংস্রতা তাঁর নজরে থাকে, নিতান্ত এক অপারগ নবাধ্যতায় সহ্য করে নেন সবকিছু। দুখিনী বাংলা মা উপায়ান্তর না পেয়ে ভৈকধারী পিরজাদাই হন যেন, নতুবা এক বকধার্মিক, যাই বলি না কেন—

তসবি হাতে ধ্যানে মগ্ন বুড়ো চিতাবাঘ

হৃদয়ে রয়েছে তার অগণিত রক্তখাকি স্মৃতি, হিংস্রতা হলাহল। অশুভ শক্তির কাছে প্রতিহত হয়ে বাধ্যত পিছু হটে গিয়ে, পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে ভানকেই সম্বল করেছে।

রক্ত নদী নিজ পায়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে এই কবি কাব্যভুবনে পা রেখেছেন। তাই, এক হাতে প্রেম ও প্রকৃতি অন্য হাতে প্রতিবাদের মশাল নিয়ে বহু পথ হেঁটে এসেছেন। বাস্তব জীবনে জলের সঙ্গে লড়াই, বিরুদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে, প্রকৃতি বিরুদ্ধতা না মেনে নিয়ে, হার না মানা এই কবি জীবনের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতায় কলম ছুঁয়েছেন। কৃষিজীবী, গৃহস্থ পরিবার, চারণকবি বাউণ্ডুলে বাবা, বহু ভাইবোন আত্মীয় পরিজনের সংসারে, আলো বাসস্থানের অসঙ্কুলানে বৈভববিহীন এক দুরন্ত সংগ্রাম, উত্তাল সত্তরের ঘূর্ণিঝড়ে ঝড়ে ওড়া, ডুবে যাওয়া পাখির মতোই জীবনের প্রতিবন্ধকতাকে পদে পদে ছুঁয়ে থেকেছেন। অদম্য